2587 - মানতরে প্রকারভদে ও বধিি-বধিানরে সারসংক্ষপে

প্রশ্ন

শরীয়তে মানতরে বধিান কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

মানত হচ্ছে শরীয়তরে দায়ত্বিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নজিরে উপর কোনো কছিু আবশ্যক করা, হোক সটেি (তৎক্ষণাৎ) কার্যকর কংিবা (কছিুর সাথে) শর্তযুক্ত।
শরীয়তসম্মত মানত পূরণ করা ওয়াজবি। কারণ আল্লাহ বলছেনে: “এরপর তারা যনে নজিদেরে ময়লাগুলো দূর করে এবং মানতগুলো পূরণ কর।ে”[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৯]
মানতরে প্রকারসমূহ: ১. যে মানত পূরণ করা ওয়াজবি। এটি হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যমূলক মানত। ২. যে মানত পূরণ করা জায়যে নইে এবং যাতে শপথরে কাফ্ফারা রয়ছে।ে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়: আল্লাহর অবাধ্যতার মানত, শরয়িতরে সুস্পষ্ট বক্তব্যরে সাথে সাংঘর্ষকি প্রত্যকে মানত, শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা ছাড়া আর কোনো হুকুম নইে এমন মানত এবং যে মানত পূরণ করা ও শপথরে কাফ্ফারা দওেয়ার মাঝে যে কোনো একটি বাছাই করার সুযোগ রয়ছে।ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

প্রশ্নকারী বোন, আপনার জন্য নম্নিে মানতরে বষিয়ে ববিরণ প্রদান করা হলো। এতে রয়ছেে মানতরে প্রকারভদে ও মৌলকি বধিি-বধিান। ইন শা আল্লাহ এটি আপনার ও অন্যান্য পাঠকদরে উপকার করব।ে

মানত কী?

আসফাহানী রাহমিাহুল্লাহ ‘মুফরাদাতু আলফাযলি কুরআন’ গ্রন্থে (পৃ. ৭৯৭) বলনে: মানত হচ্ছ—ে কোনো কছিু ঘটার সাথে আপনি নজিরে উপর এমন কছিু করা আবশ্যক করে নয়ো; যা আবশ্যক নয়। আল্লাহ তাআলা বলনে:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

“আমি আর-রহমানরে (আল্লাহর) জন্য রোযা মানত করছেি।”[সূরা মারইয়াম: ২৬][সমাপ্ত]

মানত হচ্ছে শরীয়তরে দায়ত্বিপ্রাপ্ত ব্যক্তি নজিরে উপর কোনো কছিু আবশ্যক করা, হোক সটেি (তৎক্ষণাৎ) কার্যকর কংিবা (কছিুর সাথে) শর্তযুক্ত। আল্লাহর কতিাবে মানতকে প্রশংসার স্থানে উল্লখে করা হয়ছে। আল্লাহ তাআলা মুমনি বান্দাদরে ব্যাপারে বলনে:

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

“সৎকর্মশীলরা এমন এক পয়োলা থকেে পান করবে (যার শরাবে) কাফূররে মশ্রিণ থাকব। এমন একটি ঝরনা যা থকেে আল্লাহর বান্দারা পান করবে এবং তারাই একে যথাযথভাবে (নজিদেরে সুবধিামত) প্রবাহতি করব। তারা (তাদরে) মানত পূরণ করে (কর্তব্য পালন করে) এবং এমন একটি দনিকে ভয় করে যার অনষ্টি হবে ব্যাপক।”[সূরা দাহর: ৫-৭]

কয়িামতরে দনিরে ভয়াবহতার ব্যাপারে তাদরে শঙ্কা এবং মানত পূরণ করাকে আল্লাহ তাআলা তাদরে নাজাত লাভ ও জান্নাতে প্রবশেরে অন্যতম কারণ হসিবেে গণ্য করছেনে।

মানতরে বধিান

শরীয়তসম্মত মানত পূরণ করা ওয়াজবি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলনে:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

“তারপর তারা যনে তাদরে ময়লাগুলো দূর করে এবং মানতগুলো পূরণ কর।”[সূরা হজ্জ: ২৯]

ইমাম শাওকানী বলনে: নর্দিশে ওয়াজবি সাব্যস্ত কর।

মানত মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাদীস

মানত করা থকেে নষিধে করা ও মানত মাকরুহ হওয়া প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বশে কছিু হাদীস বর্ণতি হয়ছে। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তোমরা মানত করো না। কারণ মানত তাকদীররে বপিরীতে কোনো কাজে আসে না। বরং এর দ্বারা কৃপণ থকেে কছিু সম্পদ বরে করা হয়।”[সহহি মুসলমি, হাদসি নং: ৩০৯৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মানত করতে নিষেধ করে বলেন: "এটি (ভাগ্যে থাকা) কোনো কিছুকে প্রতিহত করে না। বরং এর দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু বের করা হয়।"[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন]

প্রশংসনীয় ও নিষিদ্ধ মানতের মধ্যকার পার্থক্য:

কেউ যদি বলে: মানত পূরণকারীদের প্রশংসা করার পর আবার কীভাবে তা করতে নিষেধ করা হয়? তাহলে এর উত্তর হলো: প্রশংসনীয় মানত হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে শর্তযুক্ত না করে নিছক আনুগত্যমূলক মানত। মানুষ নিজেকে আনুগত্যমূলক কাজে বাধ্য করতে এবং অলসতা থেকে নিবৃত্ত করতে কিংবা নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে এ ধরনের মানত করে থাকে।

অন্যদিকে নিষিদ্ধ মানত কয়েক প্রকার। তন্মধ্যে রয়েছে: কোনো কিছুর বিনিময়মূলক মানত, যেখানে মানতকারী আনুগত্যকে কোনো কিছু প্রাপ্তি কিংবা প্রতিহত করার সাথে শর্তযুক্ত করে রাখে; ফলে সে ঐ বস্তু না পেলে সে আনুগত্যমূলক কাজটি করে না। এ ধরনের মানতের ক্ষেত্রে নিষেধোজ্ঞা প্রযোজ্য।

সম্ভবতঃ এই নিষেধোজ্ঞায় নিহিত প্রজ্ঞা নিম্নরূপ:

- মানতকারী অনীহা নিয়ে মানত পূরণ করে; যেহেতু এটি হঠাৎ করে তার উপর আবশ্যক হয়ে গিয়েছে।
- মানতকারী যখন কোনো কিছু প্রাপ্তির শর্তে (আল্লাহর) নৈকট্যমূলক কাজ করার মানত করছে, তখন তার এই মানত হয়ে পড়ছে বিনিময়; যা নৈকট্য অর্জনকারীর নিয়তে সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন: তার রোগী সুস্থ না হলে সুস্থতার সাথে সে যে পরিমাণ দান করাকে শর্তযুক্ত করেছিল সেটি সে করবে না। আর এটি কৃপণ ব্যক্তির অবস্থা। এই ব্যক্তি তাৎক্ষণিক বিনিময় ছাড়া নিজের সম্পদ থেকে কিছু দেয় না। সাধারণত সে যে পরিমাণ নিজ সম্পদ থেকে দান করে থাকে, তার থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ কেবল সে এই বিনিময়ের কারণেই প্রদান করে থাকে।
- কিছু মানুষের এ ধরনের জাহেলী বিশ্বাস আছে যে, সে যে উদ্দেশ্যে মানত করেছিল সেটি মানত করার কারণেই পূরণ হবে অথবা আল্লাহ মানতকারীকে তার মানতের জন্য উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন।
- কিছু অজ্ঞ ব্যক্তির মনে থাকা এক ধরনের বিশ্বাস নাকচ করা। সে বিশ্বাসটি হচ্ছে: মানত তাকদীরকে প্রতিহত করে অথবা তার জন্য তৎক্ষণাৎ ভালো কিছু নিয়ে আসে অথবা মন্দ কিছু দূর করে দেয়। অজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিশ্বাসের আশঙ্কায় মানতকে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ ধরনের বিশ্বাস আকীদার বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কতটা ভয়াবহ সেটির দিকে সতর্ক করাও এর উদ্দেশ্য।

পূরণ করা ওয়াজবি হওয়ার ববিচেনা থকেে মানতরে প্রকারভদে:

১. যে মানত পূরণ করা আবশ্যক (আনুগত্যরে মানত): যে মানত আল্লাহর আনুগত্যে হয়ে থাকে। যমেন: নামায, রোযা, উমরা, হজ্জ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, ইতকিাফ, জহিাদ, সৎকাজরে আদশে ও অসৎকাজে নষিধে। যমেন: যদি সে বলে, আমার উপর আল্লাহর জন্য এই পরমিাণ রোযা রাখা বা এই পরমিাণ দান করা আবশ্যক। কংিবা যদি সে বলে, আমার উপর আল্লাহর জন্য এই বছর হজ্জ করা আবশ্যক অথবা আল্লাহ আমার রোগীকে সুস্থ করার যে নয়িামত দয়িছেনে তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ বছর মসজদিে হারামে দুই রাকাত নামায পড়া আমার উপর আবশ্যক। অথবা শর্তযুক্ত মানত; যমেন: কউে যদি আল্লাহর নকৈট্যমূলক কোনো নকেীর কাজ করার মানত করে, তবে সটো কোনো উপকারপ্রাপ্তরি সাথে শর্তযুক্ত করে; যদি উপকারটি লাভ হয় সে নকেীর কাজটি করবে। উদাহরণস্বরূপ কউে এভাবে বলা: যদি আমার হারানো ব্যক্তি ফরিে আসে অথবা যদি আল্লাহ আমাকে আমার শত্রুর অনষ্টি থকেে রক্ষা করনে তাহলে এতটি রোজা রাখা বা এ পরমিাণ সদকা করা আমার উপর আবশ্যক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "কউে যদি মানত করে যে সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যনে তার আনুগত্য করে। আর কউে যদি মানত করে যে তার অবাধ্যতা করবে, সে যনে তার অবাধ্যতা না করে।"[হাদীসটি বুখারী (৬২০২) বর্ণনা করনে]

কউে যদি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো মানত করে, তারপর এমন পরস্থিতিরি সম্মুখীন হয় যা তার মানত পূরণে প্রতবিন্ধক হয়; যমেন: সে যদি এক মাস রোযা রাখা অথবা হজ্জ করা অথবা উমরা করার মানত করে কন্তিু কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে রোযা রাখা, হজ্জ করা অথবা উমরা করতে অক্ষম হয় কংিবা দান করার মানত করে, কন্তিু দরদ্রি হয়ে যায় ফলে মানত পূরণ করার সামর্থ্য হারয়িে ফলে, তাহলে সে মানতরে কাফ্ফারা হসিবেে শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা দবিে। যমেনটি ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, তনিি বলনে: "কউে যদি এমন কোনো মানত করে যা পূরণ করতে সে সক্ষম নয়, তাহলে এর কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা।"[হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করনে। হাফযে ইবনে হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে বলনে: হাদীসটরি সনদ সহীহ। হাদীসরে হাফযেরা বর্ণনাটি মাওকূফ (সাহাবী থকেে বর্ণতি) হওয়ার মতটি প্রাধান্য দয়িছেনে]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা রাহমিাহুল্লাহ 'আল-ফাতাওয়া' (৩৩/৪৯) গ্রন্থে বলনে: 'কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর কোনো আনুগত্য করার মানত করে তাহলে তার উচতি এই মানত পূরণ করা। কন্তিু, যদি আল্লাহর জন্য কৃত মানত পূরণ না করে তাহলে অধকিাংশ সালাফরে মতে সে শপথভঙ্গরে কাফ্ফারা দবিে।'[আল-ফাতাওয়া (৩৩/৪৯)]

২. যে মানত পূরণ করা জায়যে নইে, আর এতে রয়ছেে শপথভঙ্গরে কাফ্ফারা। এ প্রকার মানতে অন্তর্ভুক্ত হবে:

পাপরে মানত: এটি এমন সব মানত যা আল্লাহর অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। যমেন: কবর বা মাজারে তলে, মামেবাতি বা খরচ দওেয়ার মানত করা, শরি্কপূর্ণ কবর বা মাজার যযি়ারতরে মানত করা। এটি কছিু দকি থকেে মূর্তরি উদ্দশ্যে মানত করার অনুরূপ। তদ্রূপ কউে যদি কোনো গুনাহ করার মানত করে, যমেন: ব্যভচিার করা, মদ পান করা, চুরি করা, এতমিরে সম্পদ ভক্ষণ করা, কারও হক অস্বীকার করা কংিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করা (যমেন: কোনো শরয়ি কারণ ছাড়াই নর্দিষ্টি কোনো আত্মীয়রে সাথে কথা না বলা বা তার বাড়তিে প্রবশে না করা)। এ সব মানত কোনো অবস্থাতইে পূরণ করা বধৈ নয়। বরং এর জন্য শপথরে কাফফারা আদায় করতে হবে।

এ ধরনরে মানত পূরণ নষিদ্ধি হওয়ার প্রমাণ হলো: আয়শিা রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হাদীস, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে সে যনে তা পালন করে। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করার মানত করে সে যনে তা না করে।"[হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করনে]

ইমরান ইবনে হুসাইন রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "গুনাহরে কাজে কোনো মানত পূরণ নইে।"[হাদীসটি মুসলমি (৩০৯৯) বর্ণনা করনে]

প্রত্যকে যে মানত শরঈ দললিরে সাথে সাংঘর্ষকি: কোনো মুসলমি যদি মানত করে এবং পরে তার কাছে স্পষ্ট হয় যে তার মানতটি কোনো শরয়ি সহীহ ও স্পষ্ট দললিরে সাথে সাংঘর্ষকি, তখন তার জন্য মানত পূরণ থকেে বরিত থাকা ও শপথরে কাফফারা আদায় করা অনবিার্য।

এর পক্ষে দলীল হচ্ছে, বুখারীতে বর্ণতি হাদীস: যযি়াদ ইবনে জুবাইর বলনে: আমি ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুর সাথে ছলিাম। এক ব্যক্তি তাকে জজ্ঞিসে করে বলল: 'আমি সারা জীবন প্রতি মঙ্গলবার বা বুধবার রোযা রাখার মানত করছে।ি আজকরে দনিটি কুরবানরি দনি পড়ে গছে।ে' তনিি বললনে: 'আল্লাহ মানত পূরণরে আদশে দয়িছেনে এবং আমাদরেকে কুরবানরি দনিে রোযা রাখতে নষিধে করা হয়ছে।ে' লোকটি আবার জজ্ঞিসে করল, তনিি একই উত্তর দলিনে। অতরিক্তি কছিু বললনে না।[বুখারী (৬২১২) হাদীসটি বর্ণনা করনে]

ইমাম আহমদ বর্ণনা করনে, যযি়াদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করনে: ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু মনিায় হঁটেে যাচ্ছলিনে এর মধ্যে এক ব্যক্তি তাকে জজ্ঞিসে করল: 'আমি সারা জীবন প্রতি মঙ্গলবার বা বুধবার রোযা রাখার মানত করছে।ি আজকরে এই দনিটি কুরবানরি দনিে পড়ে গছে।ে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তনিি বললনে: 'আল্লাহ মানত পূরণরে আদশে দয়িছেনে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দনিে রোযা রাখতে নষিধে করছেনে কংিবা (বলছেনে) আমাদরেকে কুরবানরি দনিে রোযা রাখতে নষিধে করা হয়ছে।ে' লোকটি মনে করল যে তনিি প্রশ্নটি শোনেননে।ি সে আবার জজ্ঞিসে করল: 'আমি সারা জীবন প্রতি মঙ্গলবার বা বুধবার রোযা রাখার মানত করছে।ি আজকরে এই দনিটি কুরবানরি দনিে পড়ে গছে।ে তখন তনিি বললনে: 'আল্লাহ মানত পূরণ করার আদশে দয়িছেনে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দনিে রোযা রাখতে নষিধে করছেনে কংিবা (বলছেনে) আমাদরেকে কুরবানরি দনিে রোযা রাখতে নষিধে করা হয়ছে।' পাহাড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত তনিি অতরিক্তি কছিু বলনেনি।

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: 'এ বষিয়ে ইজমা (সর্বসম্মত মত) প্রতষ্ঠিতি হয়ছে যে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দনিে নফল কংিবা মানত কোনো প্রকার রোযা রাখাই বধৈ নয়।'

যে মানতরে বধিান শপথরে কাফফারা ছাড়া অন্য কছিু নয়: কছিু মানত আছে যগেুলোর ক্ষত্রেে মানতকারীর উপর কবেল শপথরে কাফফারাই ওয়াজবি হয়। এমন মানতরে মধ্যে রয়ছে:

উন্মুক্ত মানত (যে মানতে মানতকৃত বষিয় উল্লখে করা হয়নি): কোন মুসলমি যদি মানত করে, কন্তিু কী মানত করছে তা উল্লখে না করে বা নর্দিষ্টি না করে উন্মুক্ত রখেে দয়ে; যমেন এভাবে বলা: আল্লাহ যদি আমার রোগ সারয়িে দনে তাহলে আমার উপর আল্লাহর জন্য একটি মানত আবশ্যক, কন্তিু কোনো কছিু নর্দিষ্টি না করে, তাহলে তার উপর শপথরে কাফফারা ওয়াজবি হবে।

উকবা ইবনে আমরি রাদয়িাল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণনা করছেনে যে, তনিি বলছেনে: "মানতরে কাফফারা হলো শপথরে কাফফারা।"[হাদীসটি মুসলমি বর্ণনা করনে] ইমাম নববী বলনে: মালকে ও অধকিাংশ আলমে এটকিে উন্মুক্ত মানতরে ক্ষত্রেে প্রযোজ্য বলছেনে; যমেন: কউে বলল: আমার উপর একটি মানত আবশ্যক।[শরহে মুসলমি: (১১/১০৪)]

যে মানতে মানত পূরণ করা বা কাফফারা দয়ো, এ দু'টোর মধ্যে কোনো একটি বছেে নওেয়ার সুযোগ আছে:

কছিু মানত আছে যগেুলো পূরণ করা কংিবা শপথরে কাফ্ফারা দওেয়া উভয়টরি মাঝে যে কোনো একটি বাছাইয়রে সুযোগ আছে। এ ধরনরে মানতরে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:

১. জদি বা রাগরে মানত: এটি এমন প্রত্যকে মানত যা শপথরে মতো কোনো কাজ করতে উৎসাহ দতিে বা বাধা দতিে, সত্যায়ন করতে বা অস্বীকার করতে করা হয়। মানতকারী মানতকে উদ্দশ্যে করে না বা আল্লাহর নকৈট্য অর্জনকে উদ্দশ্যে করে না। যমেন: রাগরে সময় কউে এভাবে বলা: 'আমি যদি এটা করি তবে আমার ওপর হজ করা আবশ্যক' বা 'এক মাস রোযা রাখা আবশ্যক' বা 'এক হাজার দনিার সদকা করা আবশ্যক' অথবা যদি বলে: 'আমি যদি অমুকরে সাথে কথা বলি তবে আমার এই দাসকে মুক্ত' বা 'আমার স্ত্রী তালাক' ইত্যাদি। এরপর সে কাজটি করে ফলে। অথচ এ কথাগুলো বলার পছিনে তার উদ্দশ্যে ছলি কবেল কাজটি না করার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করা; অন্যকছিু নয়। তার প্রকৃত উদ্দশ্যে শর্তকৃত কাজটি না করা এবং ফলাফলও কার্যকর না করা। এ ধরনরে মানতে মানতকারীকে দুইটরি কোনো একটি করার অবকাশ দওেয়া হয়: (মানত পূরণ করা কংিবা শপথরে কাফফারা আদায় করা)।

২. যে মানতের অবস্থা হচ্ছে তর্ক-বিতর্ক কিংবা যে মানতের উদ্দশ্যে কোনো কিছু করা বা না করার প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করা (মানত পূরণ করা কিংবা মানতের বদলে শপথের কাফ্ফারা দেওয়া; বিষয়টকিে মূলতঃ মানত হিসেবে গণ্য করে)। ইবনে তাইমিয়া বলেন: 'যদি মানতকে শপথের মত করে শর্তযুক্ত করে; যেমন এভাবে বলল: 'আমি যদি তোমাদের সাথে সফর করি তাহলে আমার ওপর হজ করা অনিবার্য' বা 'আমার সম্পদ সদকা' বা 'দাস মুক্ত', তবে এটি সাহাবায়ে কেরাম ও জমহুর আলেমের মতে মানতের শপথ; মানত নয়। তাই সে নিজের উপর যা অনিবার্য করেছে সেটা যদি পূরণ না করে; তবে শপথের কাফফারা দেয়াই যথেষ্ট।" তিনি অন্য স্থানে বলেন: "আমাদের মতে জেদি ও রাগের মানতের ক্ষেত্রে দুটো বিষয়ের কোনটি করতে পারবে: কাফফারা দেওয়া কিংবা শর্তযুক্ত কাজটি করা। যদি সে শর্তযুক্ত অনিবার্যকৃত কাজটি না করে, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।"

৩. বৈধ বিষয়ে মানত করা: এটি এমন মানত যা বৈধ কাজের সাথে সম্পর্কিত। যেমন নির্দিষ্ট পোশাক পরা, নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া, নির্দিষ্ট বাহনে চড়া, নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

সাবিত ইবনে দাহহাক থেকে বর্ণিত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি বুওয়ানাহ নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করেছিল (এক বর্ণনায় আছে: তার পুত্র সন্তান জন্মানোর কারণে)। তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল: 'আমি বুওয়ানাহতে উট জবাই করার মানত করেছি।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেসে করলেন: "সেখানে কি জাহেলিয়াতের কোনো মূর্তি পূজিত হতো?" তারা বলল: 'না।' তিনি আবার জিজ্ঞেসে করলেন: "সেখানে কি তাদের কোনো উৎসব হতো?" তারা বলল: 'না।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমার মানত পূরণ করো; কারণ আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোনো মানত পূরণ করা যায় না এবং এমন কোনো মানত পূরণ করা যায় না যা আদম সন্তানের মালিকানায় নেই।"[হাদীসটি আবু দাউদ (২৮৮১) বর্ণনা করেন]

এই ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভের কারণে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে (ইয়াম্বুর পেছনে) বুওয়ানাহ নামক স্থানে উট জবাই করার মানত করেছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেখানে মানত পূরণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজ করার তৌফিক দান করেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।